গাংনীতে গভীর নলকূপ স্থাপনে অনিয়ম তদন্তে গিয়ে প্রকৌশলী লাঞ্ছিত

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বিপাকে পড়েছেন গাংনী উপজেলা বিএডিসির (বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন) প্রকৌশলীরা। বিএডিসির অনুমোদন ছাড়াই গভীর নলকূপ স্থাপন ও অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা এলাকায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

সূত্র জানায়, কড়ইগাছি এলাকার মৃত আব্দুর রহমানের ছেলে ঝন্টু আলী গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য কড়ইগাছি জেএল ৯৬, দাগ ৬৮৯ নম্বর জমির লাইসেন্স পান। কিন্তু লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে তিনি নলকূপ স্থাপন করেন জেএল ৯২, দাগ নম্বর ৩৬২০ নম্বর জমিতে, যা মূল অনুমোদনস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। অভিযোগ রয়েছে, পল্লী বিদ্যুৎ বিভাগের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান রাতারাতি সেখানে অবৈধ সংযোগ প্রদান করেন।

এই ঘটনায় অভিযোগ হওয়ায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্তের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন।

এ ঘটনায় তদন্তে যান গত ৪ ডিসেম্বর বিএডিসির উপসহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম, পল্লী বিদ্যুতের গাংনী জোনাল অফিসের এজিএম ফয়সাল হোসেন, বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন, পল্লী বিদ্যুতের ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমান এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাইমুর হোসেন।

তদন্তের সময় ঝন্টু ও তার সহযোগীরা সরকারি কাজে বাধা প্রদান, গালিগালাজ এবং অপমানজনক আচরণ করেন। এতে দেলওয়ার হোসেন শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হন বলে অভিযোগ রয়েছে।

পরে বিএডিসির ইলেক্ট্রিশিয়ান দেলওয়ার হোসেন বাদী হয়ে অভিযুক্ত ঝন্টু, তার ভাই রেন্টু, আব্দুল কাদের ও পিতা মনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটি প্রয়োজনীয় রিপোর্ট তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের

কাছে দাখিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

স্থানীয়রা দাবি করেন, ইন্সপেক্টর হাফিজুর রহমানের অনিয়মের কারণে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং প্রকৌশলীদের হয়রানি করা হচ্ছে। দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

দামুড়হুদার নতিপোতায় কৃষকের হাতে কৃষি কর্মকর্তা লাঞ্ছিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় চাহিদামত সার না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে কৃষক আব্দুল কাদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাসির উদ্দীনকে লাঞ্ছিত করেছেন। ঘটনা ঘটেছে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নতিপোতা বাজারে। কৃষক আব্দুল কাদের উপজেলার নতিপোতা গ্রামের মনির উদ্দীনের ছেলে।

উপ-সহকারী কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার নতিপোতা বাজারে বিসিআইসি সার ডিলার মের্সাস শাহিন আক্তারের দোকানে সার বিক্রি চলছিল। কৃষক আব্দুল কাদের দুই নামে ২০ কেজি করে মোট ৪০ কেজি টিএসপি সার ক্রয় করেন।

এই সময় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাসির উদ্দীন সার বিক্রয় তদারকি করছিলেন এবং ডিলারের পাশে কৃষকদের সঙ্গে রবি মৌসুমের সার ব্যবস্থাপনা ও চাষাবাদ নিয়ে আলাপচারিতা করছিলেন। এরই এক ফাঁকে কৃষক আব্দুল কাদের আচমকা নাসির উদ্দীনকে মাথায় আঘাত করেন। নাসির উদ্দীন জানান, চাহিদামত সার না পাওয়ায় কৃষক ক্ষিপ্ত হয়ে এই আচরণ করেছেন।

অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা অভিজিত কুমার বিশ্বাস বলেন, তিনি অফিসে

ছিলেন না, তবে বিষয়টি শুনে কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র জানান, সন্ধ্যায় উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীর রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদে ভাঙচুর ও লুটপাট, প্যানেল চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত

মেহেরপুরের গাংনীর রায়পুর ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) দুপুরে মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তারের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত ভাঙচুর চালিয়ে ৩৬ বস্তা চাল লুট করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে তাৎক্ষণিক মানববন্ধন করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের অনুসারীরা।

প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম জানান, তিনি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের গুদামে চাল রেখে ভিডব্লিউডির চাল বিতরণ করছিলেন। এসময় মহিলা সদস্য নারগিছ তার স্বামীসহ দুর্বৃত্তদের নিয়ে ইউপি কমপ্লেক্সে এসে হঠাৎ হামলা চালান। তারা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন এবং ৩৬ বস্তা চাল লুট করেন। এছাড়াও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন খাতা নিয়ে যান। এসময় তাদের হাতে লাঞ্ছিত হন তিনি।

সারগিদুল ইসলাম আরও বলেন, আমার ইউনিয়নের গোপালনগরে বালু উত্তোলন হচ্ছিল। ইউএনও সাহেবের নির্দেশে আমি সেখানে গিয়ে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে বলি। এজন্যই এই সন্ত্রাসীরা আমার ওপর চড়াও হয়ে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেছে।

সংবাদ পেয়ে প্যানেল চেয়ারম্যানের পক্ষের লোকজন উপস্থিত হয়ে মহিলা সদস্যের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, বাথানপাড়া গ্রামের রকিবুল ও হাড়িয়াদহ গ্রামের সাহাবুল। বক্তারা জানান, নারগিছ সদস্য ও তার লোকজন অনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং ইউপির ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন। তিনি তার লোকজনসহ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে চাল লুট ও ভাঙচুর করেছেন। এর সুষ্ঠু বিচার না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলেও জানান বক্তারা।

এদিকে ঘটনাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তার। তিনি জানান, তার ওয়ার্ডের কয়েকজনের চালের কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাদের চাল দেওয়া হয়নি। এ বিষয়টি জানতে সেখানে যান তারা। এসময় সারগিদুল ও তার লোকজন তাদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নেয়। প্রাণ বাঁচাতে ইউপি কমপ্লেক্স থেকে পালিয়ে আসেন তারা।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল জানান, ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুরের সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধারের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। আমি বিস্তারিত শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্যানেল চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে।

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের “প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন লাঞ্ছিত”

চাকুরী দেওয়ার নামে ৬ লাখ টাকা নিয়ে চাকুরী না দেওয়ার অভিযোগ এনে এক প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছেন চাকুরী প্রত্যাশী যুবক ও

তার লোকজন।

অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত অনুমানিক সাড়ে আটটার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকায় এই লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলা শহরের সিনেমা হলপাড়া এলাকার আওয়ামী লীগের প্রবীন নেতা আলাউদ্দিন ওরফে আলার তার ছেলে সায়েম রানার জন্য গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের পিওন পদে চাকুরী নেয়ার জন্য প্রায় তিন বছর পূর্বে ৬ লক্ষ টাকা দেন প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনকে।

কিছুদিন ওই বিদ্যালয়ে সায়েম রানাকে দিয়ে কাজ করান প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন। তারপর তাকে অজ্ঞাত কারনে তাড়িয়ে দেন।

আওয়ামীলীগ নেতা আলাউদ্দিন জানান, বিষয়টি নিয়ে প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেন ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোশাররফ হোসেনের সাথে একাধিক বার কথা বলেছি। কিন্তু তারা আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। আমার ছেলেকে চাকুরীও দেইনা। ৬ লাখ টাকাও ফেরৎ দেইনা।

আজকে হাসপাতাল বাজারে তাকে ধরে টাকা কবে দেবে সেই কথা বলা হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় হাসপাতাল বাজারে তাৎক্ষণিকভাবে শতশত লোক জড়ো হয়।

এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফজাল হোসেনের সাথে তার মোবাইল ফোনে একাধিক বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

কোটচাঁদপুর বাওড়ে মাছ লুটে

বাধা দেয়ায় মৎস্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার জয়দিয়া বাওড়ে মাছ লুটে বাধা দেওয়ায় দায়িত্বরত মৎস্য কর্মকর্তাকে শারিরিকভাবে লাঞ্চিত ও হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার জয়দিয়া বাওড়ে মাছ ল্যান্ডিং এ ঘটনা ঘটে। এব্যাপারে ভুক্তভোগী বাওড় ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল কাদের বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্ল্যেখ পূর্বক অজ্ঞাত নামে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, সোমবার (১৭ জানুয়ারী) দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে জয়দিয়া বাওড়ের বাৎসরিক মাছ আহরণের সময় স্থানীয় কিছু লোকজন মাছ ক্রয় করতে মাছের ল্যান্ডিং এ জড়ো হয়। এসময় এলাকার লুটবাজ, ঊশৃংখল হিসাবে পরিচিত লক্ষিকুন্ড গ্রামের খাঁন পাড়ার মোঃ লতিফের ছেলে মোঃ বাবুল খাঁন(২২) ও ভাই বিপুল খাঁন (২৫০, আজিজুর রহমানের ছেলে সুমন (২১) ও একই এলাকার শাহিনুর রহমানের ছেলে বাবলা খাঁন (২৫) সহ অজ্ঞাত আরও ৪/৫ জন যুবক সংঘবদ্ধভাবে ল্যান্ডিং সেন্টারে প্রবেশ করে জোর পূর্বক বে-আইনীভাবে মাছ লুট করার পায়তারা করে।

এসময় অভিযুক্তরা সরকারি শর্ত না মেনে ল্যান্ডিং এ রক্ষিত বিক্রয়ের জন্য রাখা মাছ ক্রয় না করে, বাজারজাত করণের জন্য অক্সিজেন জারের মধ্যে রাখা মাছ জোর পূর্বক লুট করতে যায়। এতে আমি সহ আমার অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বাঁধা দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। একপর্যায়ে তারা একত্রিত হয়ে এলাপাতাড়ি কিল, ঘুষি মেরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম করে। সেই সাথে বাজারজাতের জন্য অক্সিজেন জারের মধ্যে রাখা মাছের গাড়ি আটকিয়ে জারে থাকা ৩৫ হাজার টাকার মাছের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়াও তারা আমাদেরকে জীবন নাশের হুমকি দেয়। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা এলাকার লোকজন এসে আমাদের কে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে অভিযুক্তরা বলেন, বাওড়ে মাছ আহরণ করলে এলাকার লোকজনের নিকট আগে বিক্রয় করতে হবে। আমরা এসে ছিলাম মাছ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে। কিন্তু আমাদের নিকট মাছ বিক্রয় না করে বাহিরে মাছ

পাঠাচ্ছিল।

এব্যাপারে কেটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন বলেন, এখনো পর্যন্ত কোন প্রকার অভিযোগ পায়নি। এবং এমন কোন ঘটনাও আমি শুনেনি। লাঞ্চিত হওয়ার ঘটনায় বাওড় ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল কাদের বলেন, এব্যাপারে ওসির সঙ্গে কথা বলেই থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি।

মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে সদ্য যোগদান করা মেডিকেল অফিসার ডা. আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়াহেদ (রানা) কর্তব্যরত অবস্থায় লাঞ্চিত হলেন এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিকের কাছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে কর্তব্যরত অবস্থায় হাসপাতালের ইমার্জেন্সী চিকিৎসকের রুমে অনধিকার প্রবেশ করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিস এর মালিক আব্দুল লতিফ তাকে অশ্রাব্য ভাষা গালিগালাজসহ হুমকি প্রদান করেন। এর পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ওই ঘটনার একটি ভিডিও চিত্র মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে এসে পৌছেছে।

ভিডিও টি নিয়ে কথা হয় হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা ডা. মোখলেসুর রহমানের সাথে, তিনি বলেন, চিকিৎসক যদি অপরাধ করে থাকেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ আছে। কিন্তু বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্র্তৃপক্ষকে না জানিয়ে সরকারি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক তার সাথে যে ভাষায় কথা বলেছেন এবং হুমকি প্রদান করেছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। এর পর থেকে ওই চিকিৎসক হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এমনকি আমাদের সাথে

যোগাযোগও বন্ধ করে দিয়েছেন।

লাঞ্চিত চিকিৎসক আবু হাসান মোহাম্দ ওয়াহেদের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। ঘটনার পর থেকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকায় কারো সাথে যোগাযোগ করছেন না এমনটি খবর পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের কোন মালিক হাসপাতালে এসে কোন চিকিৎসককে অশালিন ভাষায় কথা বলতে পারেন না অথবা হুমকি প্রদান করতে পারেন না। এ বিষয়ে রাবেয়া ডায়াগনষ্টিক সেন্টার মালিক আব্দুল লতিফের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তবে এ ব্যাপারে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফের মোবাইলে শনিবার দুপুর পৌনে ২টার দিকে ফোন করা হয়। ফোন বন্ধ থাকায় তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।